ইষ্টার্ণ নিউজলেটার

ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি. এর ত্রৈমাসিক বার্তা

৭ম সংখ্যা • ডিসেম্বর ২০২৫ • পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ • রজব ১৪৪৭ হিজরি

বাংলাদেশের বীমাখাতে পলিসি ভেরিফিকেশন সিস্টেমের গুরুত্ব

ডিজিটাল রূপান্তরের এই আধুনিক যুগে বাংলাদেশের বীমা শিল্পে স্বচ্ছতা, আস্থা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে ধীরে ধীরে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করছে। এ সকল উন্নয়নের মধ্যে পলিসি ভেরিফিকেশন সিস্টেম বীমা গ্রাহকদের প্রদানকৃত পলিসির সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি জালিয়াতি, জাল পলিসি তৈরি এবং ভুল তথ্য প্রদানের মতো দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে।

পলিসি ভেরিফিকেশনের গুরুত্ব ঃ পলিসি ভেরিফিকেশন সিস্টেমের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং বীমা কোম্পানিগুলোকে দ্রুত, নির্ভুল এবং সহজে যে কোনো পলিসির সত্যতা যাচাই করার সুযোগ প্রদান করা। এই সিস্টেম:

- গ্রাহকের আস্থা বৃদ্ধি করে
- কোম্পানির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে
- প্রতিটি বৈধ পলিসিকে অনলাইন বা ডিজিটাল মাধ্যমে যাচাই করা সহজ করে
- সঠিক, কেন্দ্রীভূত ডেটা নিশ্চিত করে
- নকল বা ডুপ্লিকেট পলিসির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়
- রিয়েল-টাইম তথ্য পাওয়ার সুবিধা তৈরি করে

নিয়ন্ত্রক সংস্থার নীতিমালা অনুসরণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা একটি স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য বীমা শিল্প গঠনে অত্যাবশ্যক।

পলিসি ভেরিফিকেশন বাস্তবায়নে সম্ভাব্য উদ্যোগসমূহ ঃ পলিসি ভেরিফিকেশন সিস্টেমকে কার্যকর ও নিরাপদ করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে-

- **QR কোড সংযোজন:** প্রতিটি পলিসি ডকুমেন্টে একটি ইউনিক QR কোড যুক্ত করা যেতে পারে, যা কেন্দ্রীয় ভেরিফিকেশন ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত থাকবে। কোডটি স্ক্যান করলে পলিসির সত্যতা ও বিস্তারিত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাবে।
- **অনলাইন ভেরিফিকেশন পোর্টাল:** একটি অফিসিয়াল কোম্পানি বা নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে গ্রাহকরা পলিসি নম্বর বা আইডি দিয়ে পলিসির সত্যতা যাচাই করতে পারবেন।
- **মোবাইল অ্যাপ ভেরিফিকেশন:** মোবাইল-ভিত্তিক ভেরিফিকেশন অ্যাপ চালু করলে দেশের যেকোনো প্রান্তের গ্রাহকদের জন্য পলিসি যাচাই আরও সহজ ও সহজলভ্য হবে।
- **জনসচেতনতা ও প্রশিক্ষণ:** নিয়মিত সচেতনতা ক্যাম্পেইন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রাহক ও প্রতিনিধিদের জানানো যেতে পারে যে পলিসি ভেরিফিকেশন কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে তা করা যায়।

পলিসি ভেরিফিকেশন না থাকলে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ ঃ কার্যকর পলিসি ভেরিফিকেশন সিস্টেম না থাকলে বীমা শিল্পকে নিম্নলিখিত গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে- (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

সম্প্রতি ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানী (BAPLC.)-এর নির্বাহী কমিটির (EC) সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান এবং কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন এবং তার গৌরবময় কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানান এবং আশা প্রকাশ করেন, তার গতিশীল নেতৃত্ব এবং দক্ষ নির্দেশনায় বীমাখাত গৌরবময় অগ্রগতি অর্জন করবে এবং আগামী দিনগুলোতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তার যথাযথ অবদান রাখবে।

গত ১৩ নভেম্বর ২০২৫ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) এর সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. এম. আসলাম আলমের সাথে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র চেয়ারম্যান জনাব আ.স.ম ওয়াহিদুজ্জামান এর সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বীমা খাতের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি, আমাদের দেশের প্রায় পাঁচ কোটি শিক্ষার্থী এবং জনগণের জন্য ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র প্রস্তাবিত পাঁচটি নতুন পণ্য সম্পর্কে 'আইডিআরএ'-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে অত্যন্ত ইতিবাচক আলোচনা হয়। উক্ত সভায় উত্তরা গ্রুপ অফ কোম্পানীজের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত পরিচালক জনাব মতিউর রহমানও উপস্থিত ছিলেন এবং তার মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। সভা শেষে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র চেয়ারম্যান জনাব আ.স.ম ওয়াহিদুজ্জামান মহোদয় তাঁর রচিত স্বাস্থ্য বিষয়ক বইসমূহ আইডিআরএ-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। এটি ছিল জ্ঞান-বিনিময় এবং পেশাদার সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার এক অনন্য উদ্যোগ।

সম্পাদকের টেবিল থেকে

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম!

পরম করুনাময় মহান আল্লাহ তালার অসীম মেহের বানীতে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র ৪০ বছর সুদীর্ঘ পথ চলায় কোম্পানীর সকল শুভাকাঙ্খীর মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে "ইষ্টার্ণ নিউজলেটার" ইতোমধ্যে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। আমি কোম্পানীর পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধাসহ কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কোম্পানীর সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম ওয়াহিদুজ্জামান স্যারকে এবং আমাদের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি কোম্পানীর সম্মানিত পরিচালক ও উত্তরা গ্রুপ অব কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মতিউর রহমান স্যার সহ অন্যান্য পরিচালকবৃন্দকে। ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধাসহ কৃতজ্ঞচিত্তে আরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের সম্মানিত মুখ্য নির্বাহী পরিচালক জনাব হাসান তারেকসহ ইষ্টার্ণ পরিবারের সকল সদস্য ও অন্যান্য পাঠকবৃন্দদের, যারা আমাদের কোম্পানীর প্রকাশিত "ইষ্টার্ণ নিউজলেটার" পাঠ করে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং প্রশংসিত করেছেন।

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত যে, আমাদের সম্মানিত পাঠক বৃন্দের অকৃত্রিম ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে পর্যায়ক্রমে "ইষ্টার্ণ নিউজলেটার" ভলিয়ম-(০৭) প্রকাশ করতে যাচ্ছি।

আমি কোম্পানীর পক্ষ থেকে আগামী দিনের পথ চলায় সকল সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে কোম্পানীর শুভাকাঙ্খীদের অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও আমাদেরকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সমর্থন দিয়ে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। পরিশেষে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সফলতা কামনা করছি।

কাজী ফারহানা
কোম্পানী সচিব এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রধান
ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.

গত ১৯ নভেম্বর ২০২৫ সকলের সু-স্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনারে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করা হয়। ইষ্টার্ণ পরিবারের পক্ষ থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এর দুরদর্শী এবং অভূতপূর্ব স্বাস্থ্য সচেতন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করার জন্য কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক জনাব হাসান তারেক এবং সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ হাফিজুর রহমান চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রতি ভালোবাসা সুলভ ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন এবং সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান স্যার এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

গত ২৪ নভেম্বর ২০২৫ ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান স্যারের সভাপতিত্বে কোম্পানীর হিসাব বিভাগ এর পক্ষ থেকে FINANCE & CAMLCO বিষয়ে প্রশিক্ষণমূলক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আ.স.ম ওয়াহিদুজ্জামান মহোদয়সহ মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক, কোম্পানীর উচ্চ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কোম্পানীর অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। সেমিনারে FINANCE & CAMLCO বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় উপদেশ এবং পরামর্শ প্রদান করেন কোম্পানীর সম্মানিত সহকারি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সিএফও এবং কোম্পানীর (CAMLCO) প্রধান জনাব এনামুল গণী চৌধুরী। ইষ্টার্ণ পরিবারের পক্ষ থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এর দুরদর্শী বক্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করে তার মূল্যবান সময় প্রদান করার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক এবং দাবী বিভাগের প্রধান জনাব মোঃ ফারুক হোসেন থেকে বীমা দাবী চেক গ্রহণ করেন কোম্পানীর অন্যতম বীমা গ্রাহক আমিন ট্রেডার্সের সম্মানীত ম্যানেজার জনাব মোঃ রিয়াজুল হাছান।

বাংলাদেশে সম্পত্তি ও বিবিধ বীমার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে সম্পত্তি ও বিবিধ বীমার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, কারণ বীমা অপ্রত্যাশিত আর্থিক ক্ষতি থেকে ব্যক্তি ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে সুরক্ষা দেয়। যেমন অগ্নিকান্ড, চুরি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা দ্বারা ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে এবং সরকারি-বেসরকারি সকল প্রকার সম্পদ, যেমন- আবাসিক ভবন, অফিস, কল-কারখানা, মোটর-যান বীমার আওতায় থাকলে ঝুঁকি মোকাবেলা করে ক্ষতির পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা সম্ভব হয়। ফলে, বিশ্বের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে বীমা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কেন বীমা প্রয়োজন ?

১. আর্থিক নিরাপত্তাঃ আগুন, চুরি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় সম্পত্তি বা পণ্যের ক্ষতি হলে বীমা সেই আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, যা জীবন ও ব্যবসাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচায়।

২. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ বীমা ঝুঁকি নিরসনের একটি কার্যকর উপায়, যা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যক্তিগত জীবনে অনিশ্চয়তা কমায় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনে।

৩. ব্যবসার ধারাবাহিকতাঃ Business Interruption Insurance-এর মতো পলিসি অগ্নিকান্ড বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যবসা বন্ধ থাকলে, আয় সংক্রান্ত ক্ষতি পূরণ করে, ফলে ব্যবসা চালু রাখা সম্ভব হয়।

৪. কর্মচারী ও তৃতীয় পক্ষের সুরক্ষাঃ Workmen's Compensation Insurance কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে আঘাত বা মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দেয় এবং Third party Liability & Public Liability Insurance তৃতীয় পক্ষের ক্ষতি ও দায় পূরণে সাহায্য করে।

এছাড়াও নিম্নে উল্লেখিত বিবিধ বীমা পরিকল্পগুলো বাংলাদেশের মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে অনিশ্চয়তা কমায় এবং আর্থিক সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৫. ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষা বীমাঃ শিক্ষার্থীদের দুর্ঘটনা, জটিল প্রাণঘাতি রোগ ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অল্পবয়সী শিক্ষার্থীরা প্রায়শই অসুস্থতা, আঘাত এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হয়।

শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য বীমা দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, চিকিৎসা খরচ কমিয়ে পরিবারগুলিকে সহায়তা করে। আকস্মিক আর্থিক চাপ এড়াতে অভিভাবকদের সাহায্য করে, ছাত্রজীবনকে অনিশ্চয়তার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে শিক্ষাজীবনকে গতিশীল রাখতে সাহায্য করে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার্থীদের সুস্থতা নিশ্চিত করতে এই বীমা গ্রহণ করতে পারে ।

৬. জটিল অসুস্থতা বীমাঃ ক্যান্সার, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মতো জটিল রোগ বাংলাদেশে বাড়ছে। এই রোগের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদী। এইসব জটিল রোগ নির্ণয়ের পর এককালীন অর্থ প্রদান, চিকিৎসা বিল, ঔষধ, সার্জারি বা পারিবারিক চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। Critical Illness Insurance সঞ্চয় রক্ষা করে এবং আর্থিক সংকট প্রতিরোধ করে।

৭. হজ্ব ও ওমরাহ বীমাঃ কেন হজযাত্রীদের এটি থাকা উচিত? প্রতি বছর হাজার হাজার বাংলাদেশি নাগরিক হজ্ব ও ওমরাহ করতে ভ্রমণ করেন। ভ্রমণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি, দুর্ঘটনা এবং অপ্রত্যাশিত জরুরি অবস্থা জড়িত। সৌদি আরবে জরুরি চিকিৎসা এর আওতাভুক্ত, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা অক্ষমতা হলে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে, ভ্রমণ বিলম্ব, পাসপোর্ট হারানো বা অন্যান্য ভ্রমণ-সম্পর্কিত সমস্যা কভার করে, বাদলি হজ্বের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।

৮. অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ বীমা (দেশীয় ভ্রমণ বীমা): বাংলাদেশে কেন এটি প্রয়োজনঃ লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন বাস, লঞ্চ, ট্রেন এবং ব্যক্তিগত যানবাহনে ভ্রমণ করেন। দেশে সড়ক দুর্ঘটনা এবং পরিবহন-সম্পর্কিত ঝুঁকির হার অনেক বেশি। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা অক্ষমতার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করে। ভ্রমণ দুর্ঘটনার কারণে চিকিৎসা খরচ কভার করে। বাংলাদেশ জুড়ে ভ্রমণের সময় মানসিক প্রশান্তি দেয়।

বাংলাদেশের জনগণের জন্য, এই ধরণের বিবিধ বীমা বিলাসিতা নয় সকল মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে অপরিহার্য সুরক্ষা। এইসব বীমা পরিবারগুলিকে আর্থিকভাবে স্থিতিশীল রাখতে, দুর্ঘটনা ও চিকিৎসা খরচের বোঝা কমাতে এবং সাধারণ ভ্রমণ এবং হজ্ব ও ওমরাহ পালনের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

সম্পত্তি ও বিবিধ বীমা এমন একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা, যাহা মানুষের জীবন, সম্পদ ও ব্যবসায়কে অপ্রত্যাশিত বিপদ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে এবং পুণরস্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। বীমা ব্যতিত ঝুঁকি মোকাবেলার এমন প্রমাণিত ও মোক্ষম পদ্ধতির বিকল্প ব্যবস্থা বিশ্বে এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন
ডিপি এন্ড হেড অব আন্ডাররাইটিং, ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি.

গত ১৩ নভেম্বর ২০২৫ ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান স্যারের নির্দেশনায় কোম্পানীর প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষনমূলক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কোম্পানীর অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। উক্ত সেমিনারে প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষনীয় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করেন কোম্পানীর সম্মানিত সচিব ও প্রশাসন প্রধান কাজী ফারহানা।

বীমাখাতে পলিসি ভেরিফিকেশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

- **জালিয়াতির বৃদ্ধি:** নকল বা ডুপ্লিকেট পলিসি সহজেই বাজারে ছড়িয়ে পড়তে পারে, যা আর্থিক ক্ষতি ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট করতে পারে।
- গ্রাহকের আস্থা হ্রাস: স্বচ্ছতার অভাব গ্রাহকদের অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং বীমা খাতে বিশ্বাস কমিয়ে দেয়।
- নিয়ন্ত্রক অনুপালন ব্যর্থতা: কোম্পানীগুলো সরকারি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার নীতিমালা পূরণে ব্যর্থ হতে পারে, ফলে জরিমানা বা আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে।
- আর্থিক বিশৃঙ্খলা: যাচাই না থাকলে প্রকৃত দাবী শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে অপ্রয়োজনীয় দাবী পরিশোধ বা দেরি দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশের বীমা খাতে একটি শক্তিশালী পলিসি ভেরিফিকেশন সিস্টেম এখন আর বিলাসিতা নয় বরং একটি অপরিহার্যতা। এটি ন্যায় পরায়ণতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে যা একটি বিশ্বাসযোগ্য বীমা ব্যবস্থার তিনটি প্রধান স্তম্ভ। QR কোড, ডিজিটাল ডেটাবেজ এবং অনলাইন পোর্টালের মতো আধুনিক ভেরিফিকেশন টুল গ্রহণের মাধ্যমে বীমা শিল্প জালিয়াতি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে, গ্রাহকের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং বৈশ্বিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে।

সৈয়দ গোলাম হাসিব
ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব আইটি বিভাগ
ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি।

সম্প্রতি বিজনেস আমেরিকান ম্যাগাজিন কর্তৃক ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেককে বাংলাদেশের সেরা ১০০ সিইও-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান এবং কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন এবং তার গৌরবময় কৃতিত্বের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানান।

গত ০৮ অক্টোবর ২০২৫ ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান স্যারের মহৎ উদ্যোগে "স্বাস্থ্য সচেতনা" শীর্ষক -৭ম Health Awareness Building সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক, কোম্পানীর উচ্চ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কোম্পানীর অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সদস্যদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়কসহ সন্তানদের প্রতি পিতা মাতার কিরূপ আচার আচরণ করা প্রয়োজন এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের উপকারিতা ও অপকারিতা এবং ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করা হয়। ইষ্টার্ণ পরিবারের পক্ষ থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এর দূরদর্শী এবং অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণামূলক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করার জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় প্রতি গভীর শ্রদ্ধাস্তে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র কর্তৃক আয়োজিত ২৬৭ তম বোর্ড সভায় মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান এর সভাপতিত্বে কোম্পানীর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়, সভায় আরও উপস্থিত হয়ে বোর্ডসভাকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন কোম্পানীর সম্মানীত পরিচালক মহোদয়গন জনাব মতিউর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আজমল হোসেন, পরিচালক জনাবা তাজরীনা মান্নান, স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব হায়দার আহমেদ খাঁন এফসিএ, জনাব তোফাজ্জল হোসেন এফসিএ, সহ ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র অন্যান্য নির্বাহীগণ। সভা শেষে সম্মানিত পরিচালক জনাবা তাজরীনা মান্নান থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের উপর নির্মিত গ্রাফীটি গ্রহণ করেন মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান।

গত ৩ থেকে ৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে, Level-03, Sands Expo & Convention Centre, Singapore-এ ২১তম সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল রিইনসিওরেন্স কনফারেন্স (SIRC) ২০২৫ মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক। SIRC বিশ্ববিখ্যাত একটি প্ল্যাটফর্ম বীমা ও পুনঃবীমা খাতের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ, বিশেষজ্ঞ এবং স্টেকহোল্ডাররা একত্রিত হয়ে বাজারের প্রবণতা, উদ্ভাবন এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ নিয়ে মতবিনিময় করেন। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আধুনিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও গ্লোবাল বেস্ট প্র্যাকটিস গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে আরও এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

শাখা ব্যবস্থাপকদের সভা

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

গত ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫ ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি কর্তৃক আয়োজিত সকল শাখা ব্যবস্থাপকদের নিয়ে ব্যবসায়িক উন্নয়মূলক সভা কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানীর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক, সহকারি পরিচালক ও সিএফও জনাব এনামুল গণী চৌধুরী, কোম্পানি সচিব, কাজী ফারহানাসহ সকল শাখা প্রধান ও ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র বিভাগীয় প্রধানগণ। সভায় কোম্পানীর সার্বিক ব্যবসা উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয় এবং ২০২৫ সালের জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অসামান্য ব্যবসা সফলতার জন্য যথাক্রমে "ম্যান অব দ্যা মাছ" পুরস্কৃত করা হয়। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় থেকে উক্ত কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার এর চেক গ্রহণ করেন কোম্পানীর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বদরুর রকিব হোসেন, মতিঝিল শাখা, ঢাকা, সহকারি ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: হাফিজুর রহমান শেখ, ডি.আই.পি রোড শাখা, জনাব মো: কামরুল হাসান, সহকারি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গুলশান শাখা, ঢাকা, এবং জনাব গিয়াস উদ্দীন হায়দার, সহকারি ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সদরঘাট শাখা, চট্টগ্রাম, সভাশেষে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র পরিচালক সম্মানিত মেজর (অব.) আব্দুল মান্নানের (বর্তমানে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে রয়েছেন) দ্রুত আরোগ্য কামনা করে একটি বিশেষ দোয়া করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি কর্তৃক আয়োজিত প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, শিশুদের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানীর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের সহধর্মীনি মিসেস আইভি খান ওয়াহিদ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেকসহ কোম্পানীর অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। সমাপনী অধিবেশনে মিসেস আইভি খান ওয়াহিদ শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং "শিশুদের জন্য মোবাইল নয়" বার্তার উপর আলোকপাত করে একটি অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা দেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শীতকালীন পিঠা উৎসব

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি কর্তৃক আয়োজিত প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিঠা উৎসব মেলায় ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি পরিবারের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের পিঠা প্রদর্শন করা হয়। উক্ত পিঠা মেলা পরিদর্শন করেন কোম্পানীর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান, বিশেষ অতিথি সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়ের সহধর্মীনি মিসেস আইভি খান ওয়াহিদ এবং উক্ত মেলা পরিদর্শন করে সাফল্যমন্ডিত করেছেন কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেকসহ কোম্পানীর অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। তাঁদের সকলের উপস্থিতিতে শীতকালীন পিঠা উৎসব মেলা অনুষ্ঠানটি একটি উৎসবমুখর পরিবেশ যোগ করে।

সম্প্রতি ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক, বিআইএ-এর টেকনিক্যাল কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁর গতিশীল, দুরদর্শী এবং অভূতপূর্ব নেতৃত্ব শুধু ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র নয়, পুরো এই সেক্টর কে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা ও দেশের সকলের কাছে কোম্পানীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানানো হয়।

গত ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫ ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি কর্তৃক আয়োজিত প্রথম ব্যবসায়িক প্রচার কমিটি, অষ্টম মনোনয়ন ও নিয়োগ কমিটি, দ্বিতীয় পলিসি ধারক ও সুরক্ষা কমিটি এবং দ্বিতীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা কোম্পানি বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন কোম্পানীর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান, আরো উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন কোম্পানীর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আজমল হোসেন, নিরপেক্ষ পরিচালক জনাব হায়দার আহম্মেদ খাঁন, এফসিএ কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক, সহকারি পরিচালক ও সিএফও জনাব এনামুল গণী চৌধুরী, কোম্পানি সচিব, কাজী ফারহানা সহ অন্যান্য বিভাগীয় প্রধানগণ। সভায় কোম্পানীর সার্বিক ব্যবসা উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়।

সম্প্রতি ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান, সাধারন বীমা কর্পোরেশনের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ স্যারের সাথে তার দিলকুশা সি/এ অফিসে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সাধারন বীমা কর্পোরেশনের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ স্যারের সাথে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে খুবই ইতিবাচক, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং সহায়ক আলোচনা সম্পন্ন হয়। সকল ব্যস্ততার মধ্য তাঁর মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

গত ১৯ নভেম্বর ২০২৫ ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান স্যার, এর মহৎ উদ্যোগে "স্বাস্থ্য সচেতনা" শীর্ষক ৮ম (Health Awareness Building) সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক, কোম্পানীর উচ্চ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কোম্পানীর অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সদস্যদের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করা হয়। ইষ্টার্ণ পরিবারের পক্ষ থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এর দূরদর্শী এবং অভূতপূর্ব শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করার জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় প্রতি গভীর শ্রদ্ধাস্তে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানী (BAPLC) এর ২০২৬-২০২৭ এর মেয়াদে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (BAPLC) এর সম্মানিত এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক।

গত সোমবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন (বিআইএ) এর ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ঢাকা ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় অন্যান্য বীমা কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক।

গত ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান এর মহৎ উদ্যোগে "স্বাস্থ্য সচেতনতা" শীর্ষক ৯ম (Health Awareness Building) সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক, কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ এবং কোম্পানীর অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি এর সদস্যদের কে শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদানের পাশাপাশি সন্তানদের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল ও কুফল সম্পর্কে যুগান্তকারি দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইষ্টার্ণ পরিবারের পক্ষ থেকে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এর দূরদর্শী এবং অভূতপূর্ব স্বাস্থ্য সচেতনতা ও মোটিভেশনাল বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করার জন্য সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাস্তে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে এক অনুষ্ঠানে ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি এর সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান-কে দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি তার সামগ্রিক বিষয়ে অবদানের জন্য সম্মাননা ক্রেস্ট দিয়ে পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এর সম্মানজনক পুরস্কার অর্জন করার জন্য ইষ্টার্ণ পরিবারের পক্ষ থেকে কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা সহ অভিনন্দন পত্র প্রদান করে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাস্তে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

"ONE EMPLOYEE ONE TREE" শীর্ষক বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব আ.স.ম. ওয়াহিদুজ্জামান স্যারের মহৎ উদ্যোগে "One Employee One Tree" শীর্ষক বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালনের ধারাবাহিকতায় কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় এবং শাখা অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক বছরব্যাপী বৃক্ষরোপন অভিযানের চলমান প্রক্রিয়ার কিছু খন্ডচিত্র। ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি পরিবারের পক্ষ থেকে বছরব্যাপী বৃক্ষরোপন অভিযানের মাধ্যমে দেশকে সবুজায়ন পরিবেশ সৃষ্টি করার ব্যতিক্রম উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

ভূমিকম্প নিয়ে ভয় পাবেন না

ঢাকায় বড় ভূমিকম্পের শঙ্কা কতটুকু?

গতকালের (২১ নভেম্বর) ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ছিল মূল আঘাত (Mainshock) এবং আজকের ছোট ছোট কম্পনগুলো (৩.৩ ও ৩.৭ মাত্রার) হলো আফটারশক (Aftershocks), যা প্রত্যাশিত ছিল।

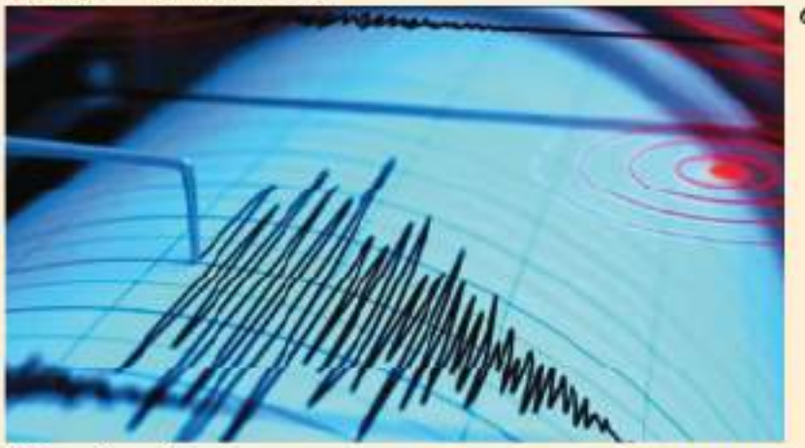

এটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া - বড় ভূমিকম্পের পর মাটির নিচের ফাটল বা 'ফল্ট লাইন' স্থিতিশীল হতে কিছুটা সময় নেয়, যার ফলে এই ছোট ছোট কাঁপুনি হয়।

তবে লক্ষণ ভালো। কম্পনগুলোর মাত্রা এবং তীব্রতা ধীরে ধীরে কমছে (৫.৭ ৩.৩, ৩.৭)। এটি নির্দেশ করে যে, মাটির নিচের শক্তি খরচ হয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে যাচ্ছে। তাৎক্ষণিকভাবে আরও বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কা কম।

তাৎক্ষণিক বড় ভূমিকম্পের গাণিতিক সম্ভাবনা (Statistical Probability): বৈজ্ঞানিক সূত্র (Båth's Law Ges Omori Decay) বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, একই ফল্ট লাইনে ৬ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা ১% এরও কম। যদিও ছোটখাটো আফটারশক বা কম্পন আরও কিছুদিন চলতে পারে, তবে সেগুলোর মাত্রা ৪.৫ এর বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কেন Foreshock নয় বরং Aftershock?

আধুনিক সিসমোলজির (Seismology) সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বর্তমান কম্পনগুলো মূলত ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পের আফটারশক। এর পেছনে প্রধান ৫টি বৈজ্ঞানিক যুক্তি হলো:

১. **ওমোরি ও বাথ-এর সূত্র (Omori's & Båth's Law):** বিজ্ঞানের এই দুটি সূত্র অনুযায়ী, আফটারশকগুলো সময়ের সাথে সাথে সংখ্যায় ও মাত্রায় কমে আসে। এখানে ঠিক তাই হচ্ছে— ৫.৭ এর পর ৩.৩ ও ৩.৭ মাত্রার কম্পনগুলো অনেক দুর্বল। যদি এগুলো বড় কোনো বিপদের পূর্বাভাস (Foreshock) হতো, তবে কম্পনগুলোর মাত্রা মূল ভূমিকম্পের খুব কাছাকাছি থাকত, এত কম হতো না।

২. **একই স্থানে সীমাবদ্ধ (Spatial Footprint):** তিনটি ভূমিকম্পই মধুপুর ফল্টের একই ১০ কিলোমিটার এলাকার (Rupture Patch) মধ্যে হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, নতুন কোনো ফাটল তৈরি হচ্ছে না, বরং ৫.৭ মাত্রার কম্পনে যে ফাটলটি নড়েছিল, সেটিই এখন স্থিতিশীল হচ্ছে বা 'অ্যাডজাস্ট' করছে (Afterslip)। ঢাকা নরম পলিমাটির (Alluvial Soil) ওপর অবস্থিত, যা ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় (Basin Effect)।

৩. **পরিসংখ্যানগত সম্ভাবনা (Base-rate Probability):** ইউএসজিএস (USGS)-এর পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বে মাত্র ৫% ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকম্পের পর তার চেয়ে বড় ভূমিকম্প হয়। বাংলাদেশের মতো 'ইন্ট্রাপ্লেট' (Intraplate) বা প্লেটের মাঝখানের এলাকায় এই সম্ভাবনা আরও কম (২-৩%)। অর্থাৎ, ৯৭-৯৮% সম্ভাবনাই হলো সবচেয়ে খারাপ সময়টা পার হয়ে গেছে।

৪. **বি-ভ্যালু বা চাপের নির্দেশক (b-value Analysis):** বড় ভূমিকম্পের আগে সাধারণত মাটির নিচের ছোট ছোট কম্পনের অনুপাত বা 'b-value' কমে যায়, যা চাপ বাড়ার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু ঢাকার এই ঘটনায় 'b-value' কমেনি বরং বেড়েছে। এর অর্থ হলো- মাটির নিচের চাপ জমা হচ্ছে না, বরং শক্তি নির্গত হয়ে চাপ কমে যাচ্ছে।

৫. **পূর্বলক্ষণ বা প্রিকারসারের অভাব (No Precursors):** একটি বড় ভূমিকম্প আসার আগে সাধারণত কম্পনের হার হঠাৎ বেড়ে যায় বা কম্পনের কেন্দ্রস্থল (Hypocenter) সরে যেতে থাকে। এই ঘটনায় এমন কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণ (GPS Anomaly বা কম্পন বৃদ্ধি) দেখা যায়নি।

বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি আছে কি? (Possibility & Risk)

স্বল্পমেয়াদী (আগামী কয়েক দিন): এখনই বা কয়েক দিনের মধ্যে এর চেয়ে বড় (যেমন ৭.০ বা ৮.০ মাত্রার) ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম (১% এর নিচে)। ছোট আফটারশক আরও কয়েক দিন হতে পারে, তাতে ভয়ের কিছু নেই।

দীর্ঘমেয়াদী (আগামী বছরগুলোতে): বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত ভূমিকম্প প্রবণ এলাকায় অবস্থিত। 'ডাউকি ফল্ট' (সিলেট ও মেঘালয় সীমান্তে) এবং 'প্লেট বাউন্ডারি'তে প্রচুর শক্তি জমে আছে। ভবিষ্যতে বড় মাত্রার (৭.৫+) ভূমিকম্পের ঝুঁকি বা 'Big One'-এর আশঙ্কা অবশ্যই আছে, তবে সেটা কবে হবে তা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব।

১. **ভয় পাবেন না:** বর্তমান আফটারশকগুলো স্বাভাবিক। এগুলো বড় বিপদের ইঙ্গিত নয়, বরং মাটির নিচের ফাটল জোড়া লাগার প্রক্রিয়া।

২. **প্রস্তুতি নিন:** যেহেতু ঢাকা ঝুঁকিপূর্ণ জোন, তাই বাসার ভারী আসবাবপত্র (আলমারি, শেলফ) দেয়ালের সাথে আটকে রাখুন। কম্পন চলাকালীন-

দৌড়াবেন না: ঢাকার মতো বহুতল ভবনে কম্পন চলাকালীন সিঁড়ি দিয়ে নামার চেষ্টা করবেন না। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ভবন ধসের চেয়ে সিঁড়িতে তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই বেশি মানুষ আহত হন।

নিরাপদ অবস্থান: কম্পন শুরু হলে "Drop, Cover, Hold on" পদ্ধতি মানুন - মাটিতে নিচু হন, শক্ত টেবিল বা খাটের নিচে আশ্রয় নিন এবং শক্ত করে ধরে রাখুন। লিফট ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ফাটল চিহ্নিতকরণ (Structural Check):

গত দুই দিনের কম্পনে বাসায় কোনো ফাটল তৈরি হয়েছে কি না খেয়াল করুন। জানাল দরজার কোণায় বা প্লাস্টারে সরু চুলের মতো ফাটল (Hairline crack) ভয়ের কিছু নয়। কিন্তু যদি পিলার বা বিমে কোনো ফাটল দেখেন, বিশেষ করে 'X' আকৃতির ফাটল, তবে দেরি না করে একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিন।

বর্তমান পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসছে, আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। মনে রাখবেন, ভূমিকম্প আটকানো সম্ভব নয়, কিন্তু সঠিক প্রস্তুতিই আপনার ও আপনার পরিবারের জীবন বাঁচাতে পারে।

– সংগৃহীত

গত ২৫ নভেম্বর ২০২৫ বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশন (বিআইএ)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে নন-লাইফ বীমা খাতে এজেন্ট কমিশন বন্ধের বিষয়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) সদর দপ্তরে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইডিআরএ চেয়ারম্যান ড. এম আসলাম আলম। সভায় বিআইএ-এর সভাপতি সাঈদ আহমেদ, নন-লাইফ বীমা কোম্পানীগুলোর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আইডিআরএ-এর সদস্যবৃন্দ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বিস্তৃত আলোচনার পর নন-লাইফ বীমা খাতে এজেন্ট কমিশন বাতিলের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাস্তবায়নের নির্দেশনা ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে আইডিআরএ শীঘ্রই একটি প্রজ্ঞাপন জারি করবে। সিদ্ধান্তটি আগামী জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। আইডিআরএ জানায়, নন-লাইফ বীমা বাজারে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, ব্যবসায়িক অনিয়ম হ্রাস এবং ক্ষেত্রটিতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সভায় উপস্থিত সকল প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ট কমিশন ছাড়া ব্যবসা পরিচালনার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। IDRA এ সভা কক্ষ-১ এ বীমা কমিশন প্রথা বিলুপ্ত সংক্রান্ত সভায় আগামী ১লা জানুয়ারী ২০২৬ থেকে কমিশন বন্ধের মাধ্যমে গ্রাহকদের দ্রুতদাবি পূরণের সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র সম্মানিত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক সকল নন লাইফ বীমা কোম্পানীর মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়ে আয়োজিত বীমাশিল্পের অনিষ্পন্ন বন্ধকরণে একটি জরুরী আলোচনা সভা আয়োজন করেন, উক্ত সভায় ইষ্টার্ণ ইন্স্যুরেন্স পিএলসি'র পক্ষ থেকে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হাসান তারেক অংশগ্রহণ এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।